প্রশ্ন ৩ ইলতুৎমিসকে কী দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? (ব. বি. '০১, '০৩)
অথবা, ইলতুৎমিসকে দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত?
(ব. বি. ২০০৪)
অথবা, ইলতুৎমিসকে কী দিল্লি সুলতানির প্রকৃত স্থাপয়িতা বলা যায়?
(ক. বি. ২০১১, ২০১৫)

উত্তর। **ভূমিকা ঃ** দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক, কিন্তু ইলতুৎমিস ছিলেন দিল্লির সুলতানি রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দিনের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আরাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালে, ভারতে মুসলমান আধিপত্যে এক সঙ্কটজনক অবস্থা দেখা দেয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ফলে কুতুবউদ্দিনের রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু সুলতান **সামসউদ্দিন ইলতুৎমিসের** (১২১০-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ) সাহস, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার ফলে সেই সঙ্কট দূর হয় এবং সুলতানি রাজ্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইলতুৎমিসের সমস্যা ঃ সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের (যেমন গজনীর শাসক তাজউদ্দিন, সিন্ধুর শাসক নাসিরুদ্দিন কুবাচা) কার্যকলাপ এবং প্রদেশ ও রাজ্যগুলির স্বাধীনতার প্রয়াস ভারতে মুসলমান আধিপত্যের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলে।

ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব ঃ অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও কূটনীতির মাধ্যমে ইলতুৎমিস সব সমস্যারই সমাধান করেন।

১। **সুলতানির সংহতি ঃ** ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করেন ও তার পরিধি বিস্তার করেন। তিনি তাজউদ্দিন ইলদ্যুজকে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করেন। এর পাশাপাশি বাংলা, দিল্লি, অযোধ্যা, বাদাউন, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহীদের দমন করেন।

২। **খালিফার অনুমোদন লাভ ঃ** অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে খালিফার অনুমোদন সংগ্রহ (১২২৯ খ্রিঃ) এবং 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি গ্রহণ করে তিনি নিজের ও তাঁর সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

৩। **মোঙ্গল আক্রমণ এড়ানো ঃ** মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে খারজম বা খিবার শাসক ভারত সীমান্তে চলে আসেন ও ইলতুৎমিসের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু খারজম বা খিবার শাহ্ জালালউদ্দিনকে আশ্রয় না দিয়ে তিনি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ দেন। এর ফলে দিল্লির শিশু রাষ্ট্রটি চিঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

৪। **প্রশাসনিক বিন্যাস ঃ** ইলতুৎমিসের কৃতিত্বের আর একটি দিক হলো দিল্লির সুলতানি রাজ্যে প্রশাসনিক সংগঠনের বিকাশ। তিনি যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়ন করেছিলেন তা সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল। ঐতিহাসিক **কে. এ. নিজামির** মতে শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক বাহিনী এবং সর্বোপরি একটি রাজধানী-নগরী প্রতিষ্ঠা করে ইলতুৎমিস ভারতে সর্বপ্রথম প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।

Scanned with CamScanner